গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-২ শাখা
www.mor.gov.bd

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের **২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র (এপিএ) অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:**

সভাপতি : মোঃ মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সিনিয়র সচিবের রুটিন দায়িত্বে, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
তারিখ : ২২.০১.২০২০ খ্রিঃ
সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০, নবম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট'ক' দ্রষ্টব্য

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে থাকেন। সকলে সমন্বিতভাবে সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করলে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। এমতাবস্থায়, আজকের সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনার জন্য তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এপিএ টীম লিডার জনাব আহমেদ মোর্শেদ, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়'কে আহবান জানান।

০৩। জনাব আহমেদ মোর্শেদ, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্ধবার্ষিক (জুলাই ২০১৯ – ডিসেম্বর ২০১৯) মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের মধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করার করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা আছে। এ প্রেক্ষিতে আজকের এ সভা আহবান করা হয়েছে। আজকের এ সভায় প্রস্তুতকৃত খসড়া অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি মন্ত্রনালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা শেষে তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্ধবছরের খসড়া অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

০৪। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এপিএ টীম কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেন:

- প্রত্যেক মাসে এপিএ টীম এর জন্য নির্ধারিত সভা আয়োজন করেছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) এর বিপরীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমকর্তা নির্ধারণ করেছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাসিকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ছক ও মাসিক ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের ছক প্রণয়ন করে সে মোতাবেক তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট

সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এপিএ বিষয়ক, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ও রেলপথ মন্ত্রণালয় এপিএ'র বিশেষজ্ঞ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিদর্শন অত্যাবশ্যক বিধায় কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের জন্য জন্য নিয়োজিত করে আদেশ জারী করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাসিকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ছক ও মাসিক ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের ছক প্রণয়ন করে সে মোতাবেক তথ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানদের ও মহাপরিচালক ,বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- যথাসময়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

অত:পর তিনি সভায় প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

০৫। জনাব মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি, প্রাক্তন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল মন্তব্য করেন যে, এপিএ টীম কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ প্রশংসার দাবিদার। তবে মাসভিত্তিক অর্জন ঠিকমত হয়েছিল কিনা তা যাচাই করতে হবে। প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। তবে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন রেলপথ মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে শতভাগ অর্জনের জন্য চুক্তিবদ্ধ থাকায় ০৬ মাসে এই অর্জন যথেষ্ট নয়। তিনি পরামর্শ দেন যে, কোন ক্ষেত্রে মান অর্জন হওয়া সত্ত্বেও যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি এমন কোন বিষয় থাকলে তা আরো পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তিনি আরও জানান, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রেলসেবা সম্পর্কিত সংবাদগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে জনগণের সেবার মান বৃদ্ধির দিকে। এলক্ষ্যে প্রতিটি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি করতে হবে। সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার জন্য স্থাপিত অভিযোগ বক্স নিয়মিত খুলে অভিযোগ আমলে নিতে হবে।

০৬। জনাব মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি, প্রাক্তন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল সভায় আরো মত প্রকাশ করেন যে, এপিএ সরকারী অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যকর, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য এপিএ'র প্রতিটি সূচক মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকার অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৭। সভায় পর্যালোচনায় দেখা যায়, কিছু সূচক সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে, কিছু সূচক আংশিক এবং কিছু সূচক অনার্জিত রয়েছে। বেশ কয়েকটি সূচকে অর্জন সন্তোষজনক নয়। যেমন পিএসসি সভা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার অর্জন কম। যুগ্ম-প্রধান এ প্রসঙ্গে জানান মার্চের মধ্যে বেশ কিছু সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির হার শূন্য। এ বিষয়ে উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান তদন্ত কর্মকর্তার অভাবে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছেনা। আরামদায়ক ট্রেন ভ্রমণের লক্ষ্যে হুইল চেয়ার সরবরাহ ও ট্রলি সরবরাহ শূন্য। এ প্রসঙ্গে এডিজি (অপারেশন) জানান এপ্রিল-জুন মাসের মধ্যে হুইল চেয়ার ও ট্রলি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। নিরাপদ রেল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিকায়নকৃত সিগনালিং ব্যবস্থা ১৪টির মধ্যে ৩টি হয়েছে। লোকোমোটিভ সংগ্রহম, যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, ওয়াগন সংগ্রহ, লাগেজ ভ্যান ক্রয় কার্যক্রমসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এডিজি (অপারেশন) জানান যাত্রী পরিবহনে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু লোকোমোটিভ কম থাকার কারণে পণ্য পরিবহনে রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে।

০৮। জনাব মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি বলেন, প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ ও সংস্থার সকল কার্যক্রমের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। এপর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভাকে জানান বাংলাদেশ রেলওয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েজ এর সদস্যপদ স্থগিত আছে। এই সদস্যপদ পুনরজ্জীবিতকরণের সিদ্ধান্ত আছে। জনাব মোঃ মনসুর আলী সিকদার, সদস্য, বিশেষজ্ঞ পুল উক্ত সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি জানতে চাইলে সভায় অবহিত করা হয় বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ চলমান আছে। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মনসুর আলী সিকদার মত রাখেন যে, এরূপ সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং কারিগরী সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ কারণে তিনি এ সংস্থার সদস্যপদ পুনরজ্জীবিতকরণের মাধ্যমে সকল সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগ নেওয়ার আহবান জানান।

০৯। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল এর অন্যতম সদস্য জনাব মো: তাফাজ্জল হোসেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ'র অর্জিত সূচক কিভাবে ত্বরান্বিত করার বিষয়টি আরও পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। প্রাথমিক উপস্থাপনায় খসড়া অর্জিত মান যথার্থ মর্মে মন্তব্য করেন। তবে তিনি আগামী অর্থবছরে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বিবেচনাপূর্বক আরও বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করেন।

১০। সভায় অবহিত করা হয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ টীমের সদস্যদের অনেকেই অবসরজনিত, পদোন্নতি বা বদলীজনিত কারণে এখন আর টিমে নেই। এই টীম পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ টীম পুনর্গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

১১। সভাপতি মহোদয় ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাকি ৬ মাস সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান।

১২। বিশদ পর্যালোচনাক্রমে সবশেষে নিম্নবর্ণিতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১২.০১ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র (এপিএ) খসড়া অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরবর্তী বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশপূর্বক উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদিত হলে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি করতে হবে;

১২.০২ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাকি অবশিষ্ট ০৬ মাসে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে অবিলম্বে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করতে হবে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

১২.০৩ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাকি অবশিষ্ট ০৬ মাসে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সচেষ্ট থাকতে হবে;

১২.০৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের "ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েজ" এর সদস্যপদ পুনরুজ্জীবিতকরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১২.০৫ বাংলাদেশ রেলওয়ে অবিলম্বে বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ টীম পুনর্গঠনপূর্বক রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে;

১২.০৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রকাশনার জন্য তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

সভার আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭।১।২০

(মোঃ মজিবুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
রেলপথ মন্ত্রণালয়